ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'জেলার ২' সিনেমার টিজারে রজনী ম্যাজিক
পৃ 7

'নেইমারকে ছাড়া ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিততে পারবে না'
পৃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২৬ ● কলকাতা ● ১২ মাঘ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৬ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা-বাবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন

বেবি চক্রবর্ত্তী কলকাতা

কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় মৃত চিকিৎসকের পরিবার প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে দিল এবার। সরাসরি নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা-বাবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন। অভয়ার বাবা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'মেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ছিল।সঙ্গে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। তাঁর মৃত্যুর জন্য রাজ্য সরকারই পুরো দায়ী। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতায় থাকার কোনও যুক্তি নেই'। অভয়ার বাবার এই মন্তব্য নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে গোটা ঘটনায়।মৃত চিকিৎসকের মা-বাবা এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন যে, অপরাধের ঘটনা ধামাচাপা দিতে হাসপাতাল, প্রশাসন, পুলিশ এবং তৃণমূল কংগ্রেস সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। অপরাধের মূল ষড়যন্ত্রকারীদের আড়াল করার

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান শেষ বিএসএফের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মাঝখানে কয়েকটি ঝুপড়ি বানানো হয়েছে বাগান পাহারা দেওয়ার। সেই জমিতেই মাটির তলায় ছিল মোট চারটি বাঙ্কার।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী **26শে জানুয়ারী, 2025 "প্রজাতন্ত্র দিবস"** উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই 27শে জানুয়ারী, 2025 আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী **28শে জানুয়ারী, 2025** তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে। **সম্পাদক**

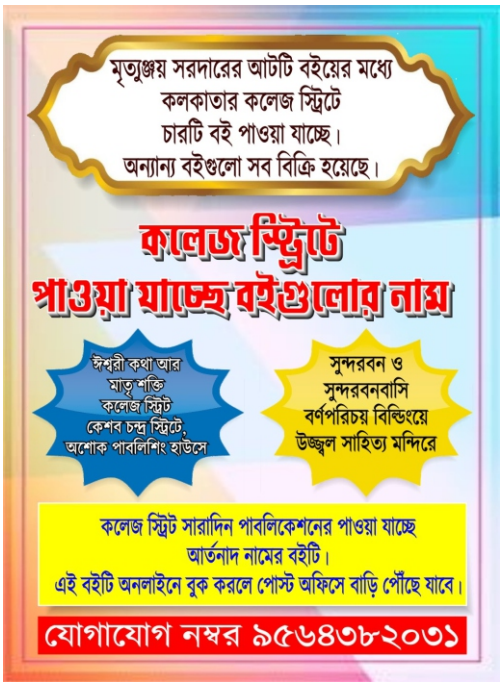

মুখে কথা বলতে পারে না, শুধু বাঁশি বাজিয়ে ট্রাফিক সামলান

বেবি চক্রবর্ত্তী ,হুগলী

মাত্র দেড় বছর বয়সে ঘটেছিল এক ভয়ংকর ঘটনা। আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ উঁচু থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। নাক,মুখ ,কান দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গেলেও শেষ পর্যন্ত ছেলের আর মুখ দিয়ে "কথা" ফোটেনি। জীবনের মত হারিয়ে ফেলেছিল কথা বলার ক্ষমতা।ইচ্ছা ছিল জীবনে পুলিসে চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন "অধরাই" থেকে গেছে।সেবা করার অদম্য ইচ্ছা আর কাজের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্বেই ট্রাফিক সামলাচ্ছেন চন্দ্রনাথ।

গুরাপের ব্যস্ততম জায়গা বেলতলা মোড়। একাধিক দূরপাল্লার বাস ছাড়াও ট্রেকার অটো টোটো যাতায়াত করে এই মোড় দিয়ে। সেই ব্যস্ততম মোড়ে নিয়ম করে সকাল বিকেল দাঁড়িয়ে মুখে বাঁশি নিয়ে ট্রাফিক সামলে যান চন্দ্রনাথ। হুগলীর জেলার গুড়বাড়ি দুই পঞ্চায়েতের রোহিয়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রতিবন্ধী স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরে ইতি টানতে হয়েছিল তাকে। তার বাবা বিশ্বনাথ ঘোষ যাত্রাদলে অভিনয় করে যা উপার্জন করতেন তা দিয়েই কোনক্রমে চলত তাদের সংসার। আর সম্বল বলতে তাদের দুই বিঘা জমি। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার জন্য কখনো পিছুপা হয়নি তারা। চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর নিয়ে গিয়েও ছেলের মুখ দিয়ে আর কথা ফোটাতে পারেননি চন্দ্রনাথের বাবা মা। সময়ের কালে বিবাহের পর বর্তমানে দুই সন্তান, স্ত্রী ও বাবা মাকে দেখাশোনার দায়িত্ব তারই কাঁধে। তার এক ছেলে সেও শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। চন্দ্রনাথের বাবাও অসুস্থ। শত প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে গত দু'বছর ধরে গুরাপের বেলতলা মোড় এলাকায় ট্রাফিক সামলে যাচ্ছেন চন্দ্রনাথ । রোদ বৃষ্টি যাই আসুক না তাকে কোন দিন ও কর্তব্যে পিছুপা হতে দেখেননি স্থানীয়রা। বাড়ি থেকে প্রতিদিন প্রায় দু কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে হাজির হন গুরাপ থানার বেলতলা এলাকায়। সেখানেই সকাল সন্ধ্যা ট্রাফিক সামলান। চোখে কালো চশমা, গায়ে ট্রাফিক পুলিস লেখা পোশাক, মুখে বাঁশি নিয়ে তিনি ট্রাফিক। আর ত কাজে খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষ। এলাকার কাছে খুব প্রিয় চন্দ্রনাথ।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস

বসিরুল হক

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ২৫ শে জানুয়ারি ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। ভারতে প্রতি বছর জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয় যেটা ভারত সরকারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয। এর ফলে তরুণ ভোটারদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই শনিবার উদযাপিত হলো মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জাতীয় ভোটার দিবস। শনিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে উদযাপিত হলো জাতীয় ভোটার দিবস। "ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই "।

এরপর ৬ পাতায়

শহর কলকাতার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শহর কলকাতার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বিভিন্ন জায়গায় বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জীবন কার্যত আতঙ্কের মধ্যে। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার রাজ্যের অবিলম্বে কলকাতা পৌরসভার মেয়র পদ থেকে ববি হাকিমকে সরানো উচিত বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী।প্রসঙ্গত, এদিন একের পর এক শহর কলকাতায় হেলে পড়া বাড়ি

নিয়ে এই বিজেপি নেতাকে প্রশ্ন করা হয়। আর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "এইসব আরও নানা জায়গায় ঘটতেই থাকবে। অবৈধভাবে এই সমস্ত জায়গা তৃণমূল কাউন্সিলরদের দৌলতে দেওয়া হয়েছে। প্রোমোটারদের কাছ থেকে তৃণমূল কাউন্সিলররা টাকা পাচ্ছে, আর সেই টাকার ভাগ কালীঘাটে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রথম যে কাজটা করা উচিত, সেটা হচ্ছে অবিলম্বে ববি হাকিমকে কলকাতা পৌরসভার মেয়র পদ থেকে সরানো উচিত।" আর বিজেপি নেতার এই বক্তব্যের পরেই জল্পনা তৈরি হচ্ছে যে, তাহলে কি এবার কলকাতা পৌরসভার মেয়রকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য? সব মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

(১ম পাতার পর)

নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা-বাবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন

চেষ্টা করা হয়েছে প্রথম থেকেই। তরুণীর মায়ের দাবি, "সিবিআই অপরাধে জড়িত সবাইকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি অপরাধের গভীরে থাকা দিকগুলো তদন্ত করেইনি সিবিআই। অপরাধস্থলও ঘেরা হয়নি"। ঘটনাস্থলে ৬৮ জন মানুষের সেখানে অবাধ চলাফেরা করার সুযোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তরুণী চিকিৎসকের মা। আর এই বিষয়কেই মান্যতা দিয়ে তাঁর মা-বাবা দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে এই সব কিছুর দায়ভার নিতে হবে। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

যদিও মা-বাবার মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা' বলে মনে করছে তৃণমূল-কংগ্রেস। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কথায়, 'কোনও রাজনৈতিক দলের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর মা-বাবা এই কথা বলছে। তাঁদের ওপর অন্য রাজনৈতিক দলের প্রভাব পড়েছে'। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতা পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তাই এই সম্পূর্ণ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও দোষ নেই। উনি এখনও চাইছেন মেয়েটির দোষীর চরমতম সাজা হোক'।

এদিকে, অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় শিয়ালদাহ আদালতে অভিযোগ করেছেন যে তিনি "নির্দোষ" এবং তাকে জোরপূর্বক কিছু নথিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান শেষ বিএসএফের

নদিয়ার মাজদিয়া থানা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাঙ্কারগুলি থেকে পাওয়া গেল প্রায় দেড় কোটি টাকার নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। মনে করা হচ্ছে, সেগুলো বাংলাদেশ পাচারের লক্ষ্যে মজুত করা হচ্ছিল বাঙ্কারে।শুক্রবার সন্ধ্যা নামার পর তল্লাশি অভিযান থেমে যায়। শনিবার সকাল থেকে আবার শুরু হয় তল্লাশি। এ বার মাটি কাটার যন্ত্র এনে তল্লাশি চালানো হয়। সন্ধান মেলে আরও দুটো বাঙ্কারের। সেখান থেকেও পাওয়া যায় নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল। শনিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত তল্লাশিতে প্রচুর নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ মনে করছে, সীমান্তের চোরাচালান চক্রের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে জড়িতদের খোঁজ চলছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের ডিআইজি (জনসংযোগ) নীলোৎপল পাণ্ডে বলেন, 'সীমান্ত জুড়ে পাচার চক্রের একটি বড় নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের অন্যতম সাফল্য এটি।'শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছিল বিএসএফের বাঙ্কার অভিযান। শনিবার বিকেলে অভিযানের 'সমাপ্তি' ঘোষণা করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৬২,২০০টি নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

কী ভাবে বাঙ্কারের খোঁজ মিলল? বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সূত্র মারফত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কাছে খবর আসে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার মাজদিয়া থানা এলাকার নাগাটা সীমান্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিল মজুত করে রাখা আছে। তার পর কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া সুধারঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের কাছে একটি আমবাগানে যান টঙ্গী বর্ডার আউটপোস্টের কর্মীরা। শুক্রবার পৌনে ৩টে নাগাদ আমবাগান ঘিরে তল্লাশি শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। তল্লাশি অভিযানে যোগ দেয় পুলিশও। আমবাগান পাহারার জন্য তৈরি কুঁড়েঘরের নীচে মাটি খুঁড়ে সন্ধান মেলে একটি ভূগর্ভস্থ 'স্টোরেজ'-এর। ঠিক তার পাশেই একটি আমগাছের পাশে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় একটি বাঙ্কার। বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেয়নি বিএসএফ এবং পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডে। বাড়ানো হয় এলাকার নিরাপত্তা।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঐ রাজ্যের সকল অধিবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হিমাচল প্রদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঐ রাজ্যের সকল অধিবাসীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেছেন :

"হিমাচল প্রদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঐ রাজ্যের সকল অধিবাসীদের জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন। আপনাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পরিবেশ আরও উন্নত হয়ে ওঠার মাধ্যমে এই দেবভূমিও আরও উন্নয়নের পথে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাক, এই প্রার্থনা জানাই।"

হুগলিতে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক চুঁচুড়ায়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি

হুগলি জেলায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হুগলির চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে। এই প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উল গানাথন, এডিশনাল সেক্রেটারি সন্তোষা গুব্বি, হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া ,পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম সচিব গণ, এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস ডি ও, বিডিও ,ইউনেস্কোর প্রতিনিধি জেলার সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ-প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন হুগলি জেলায় স্বচ্ছতার নিরিখে আমরা প্রায় নব্বই শতাংশের উপর কাজ করে ফেলেছি, বাকি কাজগুলি শীঘ্রই শুরু করা হবে, এই বাকি কাজ গুলির মধ্যে যে সমস্ত জায়গায় সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিরসনের মাধ্যমে আমরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবো বলে আশা রাখি। তিনি বলেন আজকে জনপ্রতিনিধিরা এবং প্রশাসনিক কর্মীরা এই বৈঠক থেকে তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বচ্ছতার প্রশ্নে যেমন যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলা, প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা শৌচাগার ব্যবহার আবশ্যিক করা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবেন। তিনি জানান এইভাবেই প্রত্যেক জেলায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পকে হাতিয়ার করে স্বচ্ছতার বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। হুগলি জেলায় পূর্ণ স্বচ্ছতার নিরিখে অতি দ্রুত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্যই এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এই বৈঠক থেকেই নির্মল পরিবেশ স্থাপনে কয়েকটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ।

সম্পাদকীয়

ঢাকায় আইএসআই প্রধান, 'নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনও পদক্ষেপ', হুঁশিয়ারি দিল্লির

ভারত বিরোধিতার ঢেউ উঠেছে বাংলাদেশে। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে পাকিস্তান। ঢাকার সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে মরিয়া তারা। ইসলামাবাদের সঙ্গে দহরম মহরম বাড়িয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসও। এমনকী কয়েকদিন আগে ঢাকা সফরে গিয়েছিল পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রতিনিধি দল।এছাড়া হাসিনাহীন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। যাদের যোগাযোগ রয়েছে বিভিন্ন পাক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে। আল কায়দার এই ছায়া সংগঠনটির এখন ভারতকে রক্তাক্ত করার ছক কষছে। ভারতজুড়ে স্লিপার সেল তৈরির পরিকল্পনা করছে। তরুণ প্রজন্মের মগজধোলাই করে জেহাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। সবটাই হচ্ছে মহম্মদ ফারহান ইসরাকের নেতৃত্বে। এই ইসরাক আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসীমউদ্দিন রহমানির খুব কাছের সহযোগী। প্রসঙ্গত, পরিবর্তনের বাংলাদেশে সম্প্রতি এই রহমানিকেই জেল থেকে ছেড়ে ইউনুস সরকার।

যা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে দিল্লি। হুঁশিয়ারি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

এক সময় 'ভারতবন্ধু' হিসাবেই পরিচিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই কথা যেন বদলে যাচ্ছে। একাত্তরের গণহত্যা ভুলে ইউনুসের 'নতুন' বাংলাদেশ এখন কাছে টানছে পাকিস্তানকে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাকর্তারা। এরপর গত ২১ জানুয়ারি সূত্র মারফৎ জানা যায়, পাকিস্তানের চার সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সেনার প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছেছে। সেই দলেই রয়েছেন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম, ও আর এক অফিসার। বাংলাদেশের সেনার অফিসারদের সঙ্গে নাকি বৈঠকও করেছেন তাঁরা। তবে এই গোপন সাক্ষাতের বিষয়ে মুখে কুলুপ দুদেশের।কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তানের এই 'আঁতাত' মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত। দুই পড়শি দেশের এই পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে গতকাল শুক্রবার প্রশ্ন করা হয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে। উত্তরে হুঁশিয়ারি সুরে তিনি সাফ জানান, "আমাদের দেশের চারপাশে কী কী হচ্ছে আমরা সব সময় তা নজরে রাখি। পড়শি দেশে যা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও আমরা অবগত। যদি আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয় তাহলে প্রয়োজনে যেকোনও পদক্ষেপ করা হবে।"বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কার্যত জামাত পরিচালিত ইউনুস সরকারের বর্তমান নীতিই হল ভারত বিরোধিতা। এতদিনে তা জানতে বাকি নেই ইসলামাবাদেরও। ফলে তারাও ভারতের বিরোধিতায় এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। পুরনো রাগ মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশে গাজীপুরের সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানায় তাদের 'শাহীন' সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের হাতে পাকিস্তানি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকলে পূর্ব ও পশ্চিম- দুই সীমান্তেই চাপে থাকবে ভারত। সব মিলিয়ে দিল্লির উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

কালীকুন্ডের কাছে উপস্থিত হলেন।

কালীকুন্ড- তীরে কালীর মুখ এবং পাথরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখতে পান। তারপরেই তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন," যে অঙ্গুলি তুমি পাইয়াছ, তাহা বিষনু কর্তৃক সুদর্শন ছেদিত সতী অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষনবর্ণ প্রস্তর ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।"

ব্রাহ্মণ এই দৈব বাণী শুনে ঐ উভয় খন্ডকে একত্রিত করে নিত্য পূজা করতে লাগলেন। এরপরে গভীর জঙ্গলের ভেতর নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও পেলেন। তারপর থেকে ব্রহ্মচারী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করেছে ভারত। রুবিওর সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর।

এক সংবাদ সম্মেলনে নিজেই এই তথ্য জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। তবে বাংলাদেশের বিষয়ে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে চাননি ভারতীয় এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, নতুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে নিজের প্রথম বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর স্থানীয় সময় বুধবার ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে

এরপর ৫ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পাল-সেন যুগের বাংলায় শিবের যে সব মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে লিঙ্গমূর্তি বাদ দিলে শিব-পার্বতীর মূর্তি, বিশেষত উমা-মহেশ্বরের সংখ্যা খুবই বেশি। অর্থাৎ বাঙালি মননে একক শিব নয়, হরগৌরীর কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(শেষ পর্ব)

পুরস্কারও পেয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর, কে জি মোহাম্মদজি সেখানকার জাদুঘরের সঙ্গেও কাজ করছেন।

বন্ধুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরেকটি খুব ভালো খবর এসেছে। নিকোবর জেলার ভার্জিন নারকেল তেল সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। ভার্জিন নারকেল তেলকে জিআই ট্যাগ দেওয়ার পর, আরও একটি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই তেল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের সংগঠিত করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে। তাঁদের মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের দিকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে, নিকোবরের ভার্জিন নারকেল তেল বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এবং এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান থাকবে আন্দামান ও নিকোবরের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ক্ষণিকের জন্য আপনি একটি দৃশ্যের কথা ভাবুন- কলকাতায় জানুয়ারির সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার চরম সীমায় আর এ দিকে ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। সেই জন্য শহরের প্রতি প্রান্তে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কলকাতার মাঝামাঝি এক বাড়ির আশেপাশে পুলিশ খুব বেশি সক্রিয় হয়ে রয়েছে। এসবের মাঝে লম্বা Brown coat, pant ও কালো টুপি ধারী এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে তার বাংলো থেকে গাড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কঠোর নিরাপত্তা সম্পন্ন অনেক পুলিশ চেকপোস্ট পেরিয়ে তিনি গোমো রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছে যান। এই স্টেশন এখন ঝাড়খন্ডে অবস্থিত। এখান থেকে তিনি train ধরে এগিয়ে যান। এরপর আফগানিস্তান হয়ে তিনি ইউরোপে পৌঁছে যান- আর তাও ইংরেজ শাসনের দুর্ভেদ্য গৃহবন্দি অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও।

বন্ধুরা, এই গল্প আপনাদের হয়তো অনেকটা সিনেমার মতন মনে হতে পারে। আপনি ভাবছেন, এই নির্ভীক ব্যক্তি কোন মাটি দিয়ে তৈরি। আসলেই ব্যক্তি আর কেউ নন, আমাদের দেশের মহান মনীষী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। 23শে জানুয়ারি অর্থাৎ তাঁর জন্মবার্ষিকীকে এখন আমরা 'পরাক্রম দিবস' রূপে পালন করি। সাহসিকতার এই কাহিনীতেও তাঁর পরাক্রমের আভাস দৃশ্যমান। কয়েক বছর আগে, আমি ওঁর ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম যেখান থেকে তিনি ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলেন। ওঁর সেই গাড়ি এখনো ওখানে রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। সুভাষ বাবু একজন visionary ছিলেন। সাহস ওঁর সহজাত স্বভাব ছিল।

শুধু তাই নয় উনি একজন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। মাত্র ২৭ বছর বয়সে উনি Kolkata Corporation এর Chief Executive Officer হলেন আর তারপরে উনি Mayor এর দায়িত্ব ও পালন করেন। একজন প্রশাসক হিসেবেও উনি অনেক বড় বড় কাজ করেছেন - বাচ্চাদের জন্য স্কুল, গরিব বাচ্চাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা, আর স্বচ্ছতা ভিত্তিক অনেক প্রচেষ্টার কথা আজও স্মরণ করা হয়। নেতাজি সুভাষের radio র সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক ছিল। উনি আজাদ হিন্দ রেডিওর স্থাপনা করেন, যার মাধ্যমে ওর কথা শোনার জন্য জনগণ অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতো। ওর ভাষণ, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই কে এক নতুন শক্তি প্রদান করে। আজাদ হিন্দ রেডিওতে ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, বাংলা, মারাঠি, পাঞ্জাবি, পশতো আর উর্দু ভাষায় news bulletin এর সম্প্রচার হতো। আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কে প্রণাম জানাই। সারা দেশের যুব বৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন ওঁর সম্বন্ধে আরও বেশি করে পড়ে আর ওঁর জীবন থেকে নিরন্তর প্রেরণা অর্জন করে।

বন্ধুগণ, মন কি বাতের এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক বার আমাকে রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রচেষ্টা দিয়ে আপনাদের সম্মিলিত ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। প্রত্যেক মাসে আমি বহুমাত্রায় আপনাদের পরামর্শ আপনাদের মতামত পাই আর এই ধরনের চিন্তাভাবনা দেখে বিকশিত ভারতের ওপর আমার বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। এই ভাবেই আপনারা সবাই নিজেদের কর্মের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস করতে থাকুন। এই বারের মন কি বাতে আপাতত এইটুকুই, ভারতবাসীর উপলব্ধি, সংকল্প আর সাফল্যের নতুন গাথা নিয়ে আগামী মাসে আবার দেখা হবে - অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

(৪ পাতার পর)

বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের আলোচনা

জয়শঙ্কর বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাতে চাননি তিনি। ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর জয়শঙ্করের সঙ্গে নিজের প্রথম দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও।

আরো পড়ুন : ট্রাম্প-মোদির বৈঠক আয়োজনে 'তৎপর' যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কূটনীতিকরা

পৃথক প্রতিবেদনে ভারতীয় বার্তাসংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, নতুন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল ওয়াল্টজ এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময় বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয়ে ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলা ঠিক হবে না।

এদিকে ভারতীয় ও মার্কিন কূটনীতিকরা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।

চীনকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি ও নিজ নাগরিকদের সহজে দক্ষ কর্মী ভিসা প্রাপ্তিতে আগ্রহী মার্কিন কৌশলগত অংশীদার ভারত।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ট্রাম্পের নির্বাসনের হুমকি পেতেই কড়া জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিন কয়েক আগেই মসনদে বসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প । দ্বিতীয়বারের জন্য হোয়াইট হাউসে নিজের ঘাঁটি শক্ত করতেই একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর সেই সব সিদ্ধান্তের তালিকায় আছে ১৮,০০০ ভারতীয় উদ্বাস্তুকে দেশে ফেরানোর বার্তা।মার্কিন মুলকের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কও অত্যন্ত ভালো। যে কোনও বিষয় অথবা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে আলোচনার পথ খোলা আছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দুই দেশের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গঠনমূলক ভাবে সমস্ত বিষয়ের সমাধান করা।'

ক্ষমতার অলিন্দে ফিরতেই আমেরিকায় অবৈধ উদ্বাস্তুদের প্রতি কড়া মনোভাব বজায় রাখছেন ট্রাম্প । শুধু তাই নয় বহু অবৈধ উদ্বাস্তুদেরকে ধরপাকড় করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। হোয়াইট হাউসের নয়া প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫৩৮ জন উদ্বাস্তু, সামরিক উড়ানে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে অনেককেই। তিনি বলেছেন, আমেরিকায় এখন 'ইতিহাসের বৃহত্তম বহিষ্কার অভিযান' চলছে।ইতিমধ্যেই বিদেশমন্ত্রীর তরফে জানানো হয়েছে যে, ভারত সরকার বরাবরই অবৈধ উদ্বাস্তুদের দেশে ফেরাতে রাজি আছে। এবার শুক্রবার বিদেশমন্ত্রীর সুরেই সুর মেলালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তবে রণধীরের সাফ জবাব, যাঁদের অবৈধ উদ্বাস্তু বলা হচ্ছে, তাঁরা প্রকৃতই ভারতীয় নাগরিক কিনা সেই বিষয়ে আগে যাচাই করা হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার পরেই উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে দেশে ফেরানো হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকে মুখপাত্র। পাশাপাশি ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপরও জোর দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে নানান সংগঠিত অপরাধ যুক্ত থাকে।'

একই সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরোও জানান যে, 'শুধু আমেরিকা কেন, বিশ্বের যে কোনও দেশে যদি ভারতীয় নাগরিকরা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও থেকে যান, অথবা তাঁদের কাছে সেই দেশে থাকার যথাযথ নথিপত্র না থাকে, তাহলে তাদের ফিরিয়ে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। তবে তার আগে সেই দেশকে প্রমাণ দিতে হবে তাঁরা প্রকৃতই ভারতীয় নাগরিক।'

(২ পাতার পর)

নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস

জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হলো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে, ব্লকে মহকুমা ও জেলা সদরে। বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শ্রী রাজর্ষী মিত্র , অতিরিক্ত জেলা শাসক জেনারেল শ্রী দিননারায়ন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন শ্রী চিরন্তন প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ সামসুর রহমান, বহরমপুর মহাকুমা শাসক শ্রী শুভংকর রায়, ইলেকসন ওসি শ্রী লিটন সাহা, ডক্টর সুকান্ত সাহা সহ একাধিক সরকারি আধিকারিকগন এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও। নির্বাচন হোক সর্বব্যাপী এবং অংশগ্রহণমূলক, জেলাস্তরিয় অনুষ্ঠান কমিউনিটি হল কালেক্টরেট ক্লাব, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এই অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমেই বহরমপুর প্রশাসনিক ভবন থেকে র‍্যালি বের হয়। ওই র‍্যালি রবীন্দ্র সদন হয়ে মোহন মোড় থেকে সরাসরি কালেক্টরেট ক্লাব হলে অনুষ্ঠান সম্পুর্ন হয়। যুবকদের উৎসাহিত করতে এবং ভোটে অংশগ্রহণ করার জন্য ২৫ শে জানুয়ারী শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপিত হয় বহরমপুরে। এই ভোটার দিবস তরুণ তরুণীদের একদিকে যেমন উৎসাহিত করে, আরেকদিকে ভোটের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ, ডেবিট প্রতিযোগিতা করা হয় এবং তাদের পুরস্কৃতও করা হয়। ইলেকসন ওসি শ্রী লিটন সাহা বলেন " মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশে এবং ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ক্রমে আমরা এখানে সমবেত হয়ছি। বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত যারা নতুন ভোটার আছে , নতুন এবং বয়স্ক ভোটার সবাইকে নিয়ে আমরা এবং জেলা প্রশাসন । ভোটার দিবস উদযাপনে আমাদের মুল বার্তা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা এবং যে অধিকার সেটা বোঝানো এবং নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার সেটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সচেতনতা, উদ্ভাবন, সেই গুলো নিয়ে আগামী প্রজন্মকে সচেতন করা, উৎসাহিত করা। তিনি আরও বলেন নতুন ভোটারদের এপিক কার্ড তুলে দিয়েছি আমরা ইত্যাদি"

জাতীয় ভোটার দিবস হল আমাদের প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিশেষ উদযাপন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫

জাতীয় ভোটার দিবস হল আমাদের প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বিশেষ উদযাপন। এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে তাঁদের ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটে।

এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন :

“জাতীয় ভোটার দিবস হল আমাদের প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের এক বিশেষ উদযাপন। এর মধ্য দিয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়ন ঘটে যাতে তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টান্তমূলক প্রয়াস ও প্রচেষ্টার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

সিনেমার খবর

যাঁর চোখ, মুখ, চুলের ছাঁট আবহমান নারী সৌন্দর্যের প্রতীক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নায়িকা হিসেবে প্রথমে যে নামটি উচ্চারিত হবে, সেটি সুচিত্রা সেন। কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করলে সুচিত্রা সেনকে আপন মহিমা, আভিজাত্য ও গৌরবে উপস্থাপন করা যায়? স্বপ্ননায়িকা, মহানায়িকা, কিংবদন্তি যেভাবেই ডাকা হোক না কেন, একজন পরিপূর্ণ সুচিত্রা সেনকে অনিঃশেষ অখণ্ডতায় আবিষ্কার করা সহজ নয়। বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরবময় ইতিহাসের স্বর্ণালি অধ্যায় অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর আগমনে উজ্জ্বল হয়েছে। এই অনেকের ভিড়ের মধ্যে সুচিত্রা সেন ছিলেন একেবারেই স্বতন্ত্র। মায়াভরা মুখ আর নির্মল হাসিতে বাংলা চলচ্চিত্রে রোমান্টিক ধারার সূচনা করেছিলেন সুচিত্রা সেন। অভিনয়, সৌন্দর্য, সততা, নিষ্ঠা আর একাগ্রতার পরিপূর্ণ প্যাকেজ ছিলেন ইতিহাসের এই মহানায়িকা। সুচিত্রা সেনই ছিলেন বাঙালির সেরা স্বপ্ন। যে স্বপ্নের প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু না পাওয়া বাঙালির সব পাওয়ার স্বাদ ও সাদা-কালো জীবনের রঙিন হয়ে ওঠার কাহিনি। তিনি ছিলেন বাঙালির জীবনযাপনে ম্যাজিক-সম্মোহনের রুপালি রূপকথা। তাঁর চাহনি, কটাক্ষ, হাসি, অভিনয় প্রতিভায় মগ্ন হয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। সুচিত্রা সেন শাশ্বত বাঙালি নারীর এক মূর্ত প্রতীক, যাঁর চোখ, মুখ, চুলের ছাঁট আবহমান নারী সৌন্দর্যের প্রতীক।

সুচিত্রার শাড়ি পরা বা চুল বাঁধার ধরন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কলকাতা, ঢাকাসহ সারাদেশের বাঙালি সমাজে আভিজাত্য এবং ফ্যাশন সচেতনতার প্রতীক। চলচ্চিত্রে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা থেকে মহানায়িকা হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। চলচ্চিত্রে আসার আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সে কথা অকপটে স্বীকার করেই চলচ্চিত্রে নাম লিখিয়েছেন; যা এখনকার কোনো নায়িকাই করতে পারবেন না! তৎকালীন বৃহত্তর পাবনার সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সেনভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে নানা রজনীকান্ত সেনের বাড়িতে ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল সুচিত্রা সেনের জন্ম। তাঁর দাদার বাড়ি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায়। ফলে সুচিত্রার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাবনার গোপালপুর মহল্লার হিমসাগর লেনের একতলা পাকাবাড়িতে। সুচিত্রা সেন অভিনীত প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়' [১৯৫২]। এক অজানা কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি। এরপর মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে অভিনয় করেন। শুধু বাংলা ছবিতেই নয়, হিন্দি ছবিতেও অভিনয়ে সুখ্যাতির প্রমাণ রেখেছিলেন সুচিত্রা সেন।

১৯৭৮ সালের পর অভিনয় জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন সুচিত্রা সেন। 'প্রণয়পাশা' ছবিতে কাজের পর হঠাৎ লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান সুচিত্রা সেন। দীর্ঘকাল অন্তরালে থাকার পরও বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তায়। বাঙালির কাছে নায়িকা শব্দের সমার্থক সুচিত্রা সেন। আজ এই মহানায়িকার মৃত্যুবার্ষিকী।

'ইমার্জেন্সি' বিপাকে কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

'ইমার্জেন্সি' নিয়ে ফের বিপাকে কঙ্গনা রানাউত। ছবিতে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনেছে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এসজিপিসি)। পাঞ্জাবে এই ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি সংগঠনের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে এই মর্মে চিঠিও লিখেছেন সংগঠনের সভাপতি। তাঁদের দাবি, এই ছবি পাঞ্জাবে মুক্তি পেলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হিংসা ছড়াবে। ছবি মুক্তি পেলে তাঁরাও তীব্র বিরোধিতা করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবার 'ইমার্জেন্সি' নিয়ে বড় পদক্ষেপ পাঞ্জাবের প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের।

পাঞ্জাবের সরকারের পক্ষ থেকে 'ইমার্জেন্সি'র উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। সারা দেশেই ছবি মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবের প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা এই ছবির প্রদর্শন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছবির বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করার অভিযোগও উঠেছে। তাই ছবি মুক্তি পেলেই পরিবেশ-পরিস্থিতি অস্থির হওয়ার আশঙ্কা করছেন এসজিপিসি।

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে লেখা চিঠিতে এসজিপিসি-র তরফে লেখা হয়েছে, "পাঞ্জাবে 'ইমার্জেন্সি' নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হচ্ছে। যদিও, দুঃখজনক ভাবে আপনার (ভগবন্ত মান)সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি এই বিষয়ে। ১৭ জানুয়ারি এই ছবি মুক্তি পেলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হবে, যা খুবই স্বাভাবিক।" সেই চিঠিতেই এসজিপিসি-র সভাপতি হরজিন্দর সিংহ ধামী যোগ করেন, "শিখ সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ছবি বিষ ছড়াবে। তাই পঞ্জাবে এই ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানাচ্ছি। মুক্তি পেলে আমরা তীব্র বিরোধিতা করতে বাধ্য হব।"

'ইমার্জেন্সি'-তে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা। এ ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন, অনুপম খের, মিলিন্দ সোমন, শ্রেয়শ তলপাড়ে, মহিমা চৌধুরী।

সাইফের আগে টার্গেট ছিলেন শাহরুখ, আতঙ্কে বলিউড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সাইফ আলি খানের ওপর ছুরিকাঘাতের হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার থেকেই চিরুনি অভিযান শুরু করেছে মুম্বাই পুলিশ। একইসঙ্গে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যও দিয়েছে তারা। তদন্তে উঠে এল, সাইফকে হামলার আগে হামলাকারীদের টার্গেট ছিল শাহরুখের বাড়ি মান্নাতও!

পুলিশ সূত্রের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সাইফকে হামলার আগে শাহরুখের বাড়ি মান্নাতের আশেপাশে আনাগোনা করতে দেখা যায় এক সন্দেহভাজনকে। বাড়ির অন্দরে প্রবেশ না করলেও বাইরের দিকটা দেখে এসেছিল সেই ব্যক্তি; আর এই ঘটনা সাইফের হামলার দুইদিন আগের।

পুলিশের দাবি, মান্নাতের সামনে ঘোরাফেরা করা সেই দুষ্কৃতিকে ছয় থেকে আট ফুটের একটি লোহার মই বেয়ে মান্নাতে প্রবেশের চেষ্টা করে। মান্নাতে ঢোকার জন্য যে মইটি ব্যবহার করা হয়েছিল তা চুরি করে এনেছিল। লোহার ওই মইটি যথেষ্ট ভারী। তাই তা একার পক্ষে বহন করা যথেষ্ট কঠিন কাজ।

পুলিশ জানায়, ওই মইটি বহনের ক্ষেত্রে আরও কেউ দুষ্কৃতিকে সাহায্য করেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতিরা দলে কমপক্ষে তিনজন ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান তদন্তকারীদের। যদিও শাহরুখের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। যদিও পুলিশ এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে।

সাইফের ওপর হামলার এই ঘটনায় আতঙ্কিত পুরো বি-টাউন। জানা গেছে, বুধবার মধ্যরাতেই নায়কের বাসার ভেতর ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতি। ছেলের ঘরের সামনে তাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়েন সাইফ আলি খান। আর তখনই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় দুষ্কৃতি- প্রাথমিক তদন্তই বলছে এটা।

মেসিকে হিংসা করতেন এমবাপ্পে, বোমা ফাটালেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্যারিস সেন্ট জার্মেইতে নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পের জুটি শুরুতে বেশ সাফল্য পেয়েছিল। তবে কয়েক বছর যেতেই এই দুজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কেউ কাউকে পাস দেন না, আবার পেনাল্টি নিতে গেলেও দুজনের মধ্যে শুরু হয় মন কষাকষি। এই রেষারেষি শুরু হয়েছিল লিওনেল মেসি প্যারিসে পা রাখার পর। নেইমার জানালেন, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের সঙ্গে তার দারুণ সম্পর্কে হিংসায় জ্বলছিলেন এমবাপ্পে!

ব্রাজিলিয়ান এই তারকা ফুটবলার বলেন, মেসির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এমবাপ্পেকে ঈর্ষান্বিত করেছিল।

ব্রাজিলের সাবেক কিংবদন্তি রোমারিওর পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে নেইমার জানান, তিন তারকার মধ্যকার সংঘাতপূর্ণ

নেইমার

সম্পর্কই পিএসজিতে তাদের সম্ভাবনার পুরোটা কাজে লাগাতে দেয়নি।

নেইমার ২০১৭ সালে এমবাপ্পে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর তাকে নিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'ওর সঙ্গে আমার শুরুতে ভালো সম্পর্ক ছিল। আমি মজা করে বলতাম, ও একদিন সেরা খেলোয়াড় হবে। আমি সবসময় ওকে সাহায্য করতাম, ওর সঙ্গে আলোচনা করতাম। ও আমার বাড়িতে আসত, আমরা একসঙ্গে ডিনার করতাম।'

কিন্তু ২০২১ সালে লিওনেল মেসি বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এমবাপ্পের আচরণ বদলে যেতে থাকে বলে জানান নেইমার। তিনি বলেন, 'মেসি আসার পর থেকে এমবাপ্পে মনে হয় কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। সে যেন আমাকে কারও সঙ্গে ভাগ করতে চাইত না। সেখান থেকেই ঝগড়ার শুরু। তার আচরণ পরিবর্তন হতে থাকে।'

নেইমার আরও যোগ করেন, তিন তারকার এই "ইগো"র সংঘাতই পিএসজির সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। 'তুমি একা খেলতে পারবে না। মাঠে অন্যদের সাহায্য লাগবেই। সেরা হওয়াটা ভালো, কিন্তু বল কে দেবে? যদি কেউ দৌড়ায় না, কেউ একে অপরকে সাহায্য করে না, তাহলে জেতা অসম্ভব।'

২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল-হিলালে যোগ দেওয়া নেইমার বর্তমানে ইনজুরির কারণে প্রায় খেলায় অনুপস্থিত। তবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত দেননি তিনি। নেইমার বলেন, 'আমি এখানে সুখী। তবে ছয় মাসের মধ্যে সবকিছু বদলে যেতে পারে। দেখা যাক সামনে কী হয়।'

কার্লোর চাকরি বাঁচিয়ে বড় জয় এনে দিলেন এনড্রিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্প্যানিশ সুপার কোপার ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এরপরই লস ব্লাঙ্কোস কোচ কার্লো আনচেলত্তির চাকরির সুতোয় টান পড়ে। সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছিল, কোপা দেল রে'র ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে ইতালিয়ান কোচের ভাগ্য।

ওই ভাগ্য পরীক্ষায় কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে ২-০ গোলের লিড নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু মৌসুম জুড়ে ভোগানো রক্ষণের ভুলে শেষ দিকে জোড়া গোল খেয়ে ম্যাচ ২-২ সমতা হয়ে যায়। অতিরিক্ত সময়ে বদলি নামা তরুণ ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার এনড্রিকে জোড়া গোল করে কোপা দেল রে'র শেষ ষোলোয় রিয়ালকে ৫-২ গোলের বড় জয় এনে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের ৩৭ মিনিটে এমবাপ্পের গোলে প্রথম লিড নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। ভিনিসিয়াস ৪৮ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন। ৮৩ মিনিটে জোনাথন বাস্বা ও ৯১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মার্কো অ্যাসেনসিও গোল করে সেল্টা ভিগোকে ২-২ গোলের সমতা এনে দেন।

অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে এমবাপ্পের বদলি হয়ে ৭৯ মিনিটে মাঠে নামেন এনড্রিক। এরপরই দুই গোল খাওয়া রিয়ালকে তিনিই উদ্ধার করেন। ১০৮ মিনিটে এনড্রিকে দলকে লিডে ফেরান। ১১২ মিনিটে গোল আসে রিয়ালের উরুগুইয়ান মিডফিল্ডার ফেদে ভালভার্দের পা থেকে। শেষ বাঁশির এক মিনিট আগে এনড্রিকে রিয়ালের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন।

ম্যানসিটির সাথে হালান্ডের ১০ বছরের চুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যানচেস্টার সিটির সাথে একটি নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন আর্লিং হালান্ড। এই চুক্তির ফলে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের সাথে থাকবেন তিনি।

শুক্রবার সিটি ২৪ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের জন্য সাড়ে নয় বছরের নতুন চুক্তি ঘোষণা করেছে। ২০২২ সালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ম্যানসিটিতে যোগদানের পর থেকে ১২৫ ম্যাচে ১১১ গোল করেছেন হালান্ড।

এই চুক্তি স্বাক্ষর করার মাধ্যমে তার পূর্বের সব রিলিজ ক্লজ বাতিল করা হয়েছে। হালান্ডের নতুন চুক্তিটি ক্রীড়া জগতে অন্যতম লাভজনক চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২৪ বছর বয়সী হালান্ড তার আগের চুক্তি অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে পৌনে চার লাখ পাউন্ড বেতন পেতেন। তবে একাধিক বড় ধরনের প্রায় নিশ্চিত বোনাসের কারণে তার সাপ্তাহিক আয় সাড়ে আট লাখ পাউন্ডের বেশি পরিমাণে পৌঁছে যায়।

পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত সিটিতে থাকার কথা ছিল হালান্ডের। এই চুক্তি যখন শেষ হবে নরওয়েজিয়ান এই ফরোয়ার্ডের বয়স হবে ৩৪ বছর। তবে বেশ কিছু দিন থেকেই গুঞ্জন ছিল তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল বর্তমান ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR